FINAL PROJECT WORK OF THE UNIVERSITY

2021

A SMALL PRESENTATION OF RABINDRA NATH TAGORE'S VIEUE ON NATIONALISM

RABINDRA NATH TAGORE NATIONALISM

RANIGANJ GIRLS' COLLEGE

UNDER

KAZI NAZRUL UNIVERSITY, ASANSOL

SUBMITTED BY

- NAME :- MITA MAJI
- DEPARTMENT :- B.A 3rd Year {Political Science (H)}
- COLLEGE ROLL NO :- 145
- REGISTRATION NO :- KNUREG18113000420
- ADMIT CARD ROLL NO. 1131806121034010
- SESSION :- 2018-19
- YEAR :- 2020-21

Signature Of Student　　　　　　　　　　Signature Of Teacher

KAZI NAZRUL UNIVERSITY

ASANSOL

ADMIT

BA Honours SEMESTER VI EXAMINATION 2021

Name : MITA MAJI
Son/Daughter of : GANESH MAJI
Sex : Female   Roll No : 1131806121034010   **Session :2018-19**
Registration No :KNUREG18113000420
College Name : 113 Raniganj Girls' College

Courses Taken

Course Type	Course Code	Course Name
CC-13	BAHPLSC601	Local Government in West Bengal
CC-14	BAHPLSC602	Project
DSE-3	BAHPLSDSE604	Politics in West Bengal
DSE-4	BAHPLSDSE605	Environmental Politics

Controller of Examinations

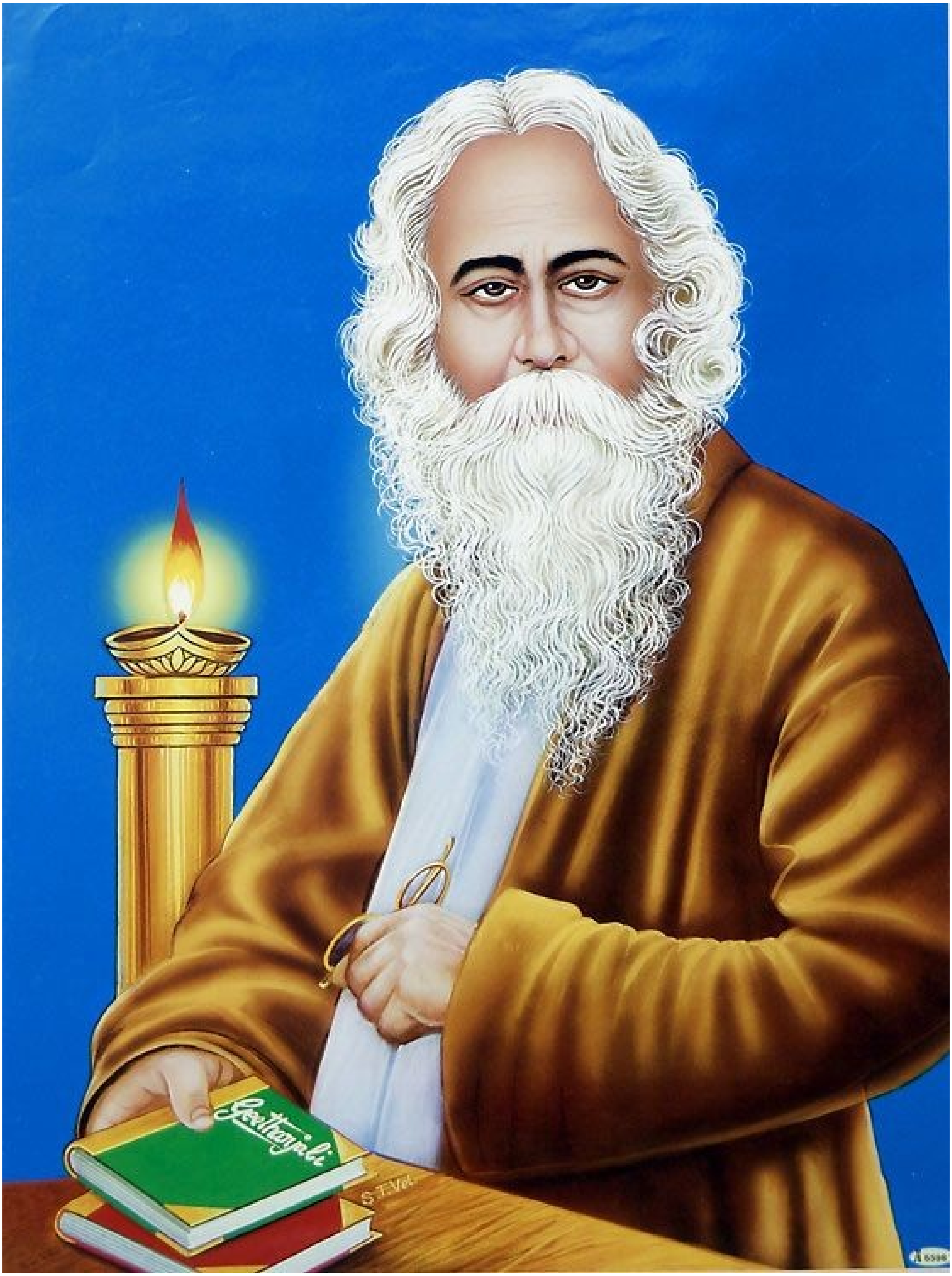
Geethanjali

বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ কতটা প্রাসঙ্গিক

সূচিপত্র

সংখ্যা	বিষয় এর নাম	পৃষ্ঠা
1	প্রকল্পের উদ্দেশ্য •	1-1
২	প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	২-৩
৩	প্রকল্পের ভূমিকা	4-7
4	প্রকল্পের বিষয়বস্তু	৪-২০
৫	প্রকল্পের উপসংহার	২1-২1
6	প্রকল্পের পরামর্শ	২২-২৩
7	Research Methodology	২4-২4
8	তথ্যপঞ্জী	২৫-২৫
৯	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২6-২6
10	CERTIFCATE	২7-২7

• উদ্দেশ্য •

"বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাতিয়তা বাদ কতটা প্রাসঙ্গিক" শীর্ষক আমার এই প্রকল্প গড়ে তোলার পেছনে বেশ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলি হল:-

① জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সম্পর্কে ধারনা লাভ করা।

② রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ প্রচলিত জাতীয়তা বাদের ধারনা গুলি থেকে কতটা আলাদা, সে বিষয়ে ধারনা লাভ করা।

③ বর্তমান সময় কালে বিশ্ব জুড়ে যে উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা; জড়িত, জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা।

④ বিশ্ব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আন্তর্জাতিয়তা বাদী মানসিকতার কারন অনুসন্ধান।

⑤ সমসাময়িক বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী আদর্শ বাস্তবায়নের পথে সমস্যা গুলি জানা।

⑥ বিশ্ব শান্তি ও সহযোগীতা কে নিশ্চিত করতে রবীন্দ্রনাথের জাতিয়তাবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ কোন পথে সম্ভব সে বিষয়ে ধারনা লাভ করা।

X ——————— X

সারসংক্ষেপ

"বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক" – এই প্রকল্পটির নামের মধ্যেই তার সম্পূর্ণ ধারণাটির প্রতিচ্ছবি ফুটে আছে, তারই সারসংক্ষেপ নিম্নে আলোচিত হল:-

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী ভাবনাটিতে দেখা যায়, তিনি উগ্রজাতি-প্রীতিকে ও নগ্ন জাতীয়তাবাদকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি। বরং তিনি প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিশ্বের মানুষজনের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলে মানব বিশ্ব জাতির বিশ্ব জাতীয়তাবাদ তথা বিশ্ব মানবতাবাদের চর্চা করার কথাই বলেছেন। তাই জাতীয়তাবাদের নামে কোন পৃথক জাতির পূজার পরিবর্তে বিশ্ব মানবতার পূজাকেই রবীন্দ্রনাথ একান্ত জরুরী বলে মনে করেছেন। এই কারণেই তিনি বিশ্বমানবতাবাদের কথা বলেছেন স্বর্গীয় রাজ্যের নাগরিকত্বের কথাও। তাই মানুষকে কামানের গোলা বা খাদ্য বানানো নয় বরং মানুষকে বিশ্বের স্বর্গীয় রাজ্যের নৈতিক আধ্যাত্মিক সদস্য বানানোকেই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের দিকচিহ্ন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। এদিক থেকে তিনি 'উগ্র জাতীয়তাবাদ' ও 'জাতিভেদ' কে উপনিষদের ঐক্যের বাণী তথা বিশ্ব-মানবতার পরম ঐক্যের বাণীর মাধ্যমে নির্মূল করার কথা বলেছেন।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনাটির মেল বন্ধন খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগন কোথাও না কোথাও রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ভুলে, নিজ স্বার্থবলে দেশ, কাল, সংস্কৃতি, আচার, অনুষ্ঠানকে পালন করে চলেছে।

বর্তমানে জাতীয়তাবাদী ধারনাটি তাঁর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) জাতীয়তাবাদী ধারনা থেকে পুরো ভিন্ন, সম্পূর্ন আলাদা। বর্তমানে নিজ জাতীর প্রতি প্রেমকে জাতীয়তাবাদী ভাবনা হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। বর্তমানে নিজ জাতী বলতে ধর্মকেই মনে করেন। যা রবীন্দ্রনাথের জাতীর সাথে এক নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে জাতী হল নিজ ধর্ম নয়, মানব জাতীকে বোঝায়।

তবে বর্তমান সমাজের সাথে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তুলে না ধরায়, শুধু মন ভাবনা ও সাহিত্যিক ভাবনায় তার জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারা উঠে আসে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী ভবনা এক কাল্পনিক ধারনা। যার বাস্তবের সাথে মেল বন্ধন খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদী ভাবনাটি হল; নিজ ধর্ম-; নিজ জাতী শ্রেষ্ঠত্ব। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের আশায় দিন দিন উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যার ফল স্বরূপ দাঙ্গা, মারামারি, লুটপাট এর মতো এক অস্বাস্থ্যকর বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিনত হচ্ছে।

আর এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে রেহায় পেতে হলে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের প্রতি, তাঁর চিন্তাধারা ~~[illegible]~~ আদর্শের প্রতি সবাইকে আনুগত্য দেখাতে হবে। শিশু অবস্থা থেকেই প্রত্যেককে জাতি, ধর্ম, মানব প্রেম এর মতো বিভিন্ন বিষয়ে বোঝাতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এমনকি কলেজ এর মতো প্রতিষ্ঠান গুলিকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী আদর্শের দিক নজর দিতে হবে তবেই বর্তমান বিশ্ব তার নিজের সুস্থ অস্তিত্ব ফিরে পাবে।

× ———————— ×

• ভূমিকা •

সমাজ ও রাজনীতিতে জাতি ও জাতীয়তাবাদ একটা ঐতিহাসিক ও বিতর্কিত চর্চার বিষয়। সাধারণ ভাবে জাতি বলতে বোঝায়, যখন কোনো জনসম্প্রদায় কল্পনা ও ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়। যখন কোনো জনসমাজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তখন সেই জনসমাজ ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। তার এই যান্ত্রিকতার জন্য নিজেকে ক্ষমতাবান ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে তাদের জাতীয় স্বার্থ অধিক গুরুত্ব পায়। সেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে রাষ্ট্রনীতির বিষয়সূচীকে ন্যায় অন্যায়ের বিচার বোধ স্থান পায় না। পরিবর্তে স্থান পায় পারস্পরিক ঈর্ষা, হিংসা, প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীতা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সন্ধির সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও কর্মসূচী সাধারণ মানুষকে ঘর থেকে বাইরে এনে তাকে এই আন্দোলনে দীক্ষিত করেছিল। জাতীয় ইতিহাসের এমন এক সময়কালের মহান ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে জাতি ও জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতি সম্পর্কিত চিন্তা কোন নির্দিষ্ট বাঁধা ছকে যুক্ত হয়নি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাবনারও পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু চিরকালই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শনে একতা ও মানবতা স্থান পেয়েছে। তিনি কখনও বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আদর্শের সমর্থন করেননি। বরং তার তীব্র নিন্দা করে বিশ্বমান

তা ও আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধের জয়গান গেয়েছেন। তিনি 'নেশন' এর পরিবর্তে সমাজ ও সামাজিক ঐক্যকে এক মাত্র প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে জাতির ধারণা পাশ্চাত্য ও সম্পূর্ণ ভাবে আধুনিক। সেই অর্থে তিনি এক যান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। জাতির মূল উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সমাজের অভ্যন্তরে আত্মনির্ভরন এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্য অপরের উপর বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা। কবি বলেছেন, যে কোন সমাজ যখন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং অপরের ওপর বল প্রয়োগের মাত্রা শুরু করে তখন তা মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারন তখন মানুষ ক্ষমতাকেই অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে ও আধুনিক হওয়ার চরম নেশায় মত্ত হয়ে সম্পূর্ন যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এর দ্বারা সমাজের মানবিক দিকটি ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে। কবির মতে নেশনের আধুনিক ও যান্ত্রিক যৌক্তিকতার অর্থে মানুষ প্রতিদিন নিজের স্বাধীনতা ও মানবিকতার বিসর্জন দিচ্ছে এবং নিজে নেশনের যন্ত্রে পরিনত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ তার Nationalism এ বলেছেন "যখন সংগ্রাম রূপী ইঞ্জিন বিশাল আকার গ্রহন করে এবং মজুরশ্রমিকরা যন্ত্রের অংশ বিশেষে পরিনত হয়। তখন ব্যক্তি মানুষ শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। আর অন্য সবকিছুই যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত মানব অংশের দ্বারা উদ্ভাবিত নীতি-বিপ্লব হিসাবে গন্য হয় এবং তখন সমাজের পরস্পর প্রকাশ্যে রক্তের দংশন বা কোন নৈতিক দায় থাকে না"।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাবনা থেকে এটি

প্রকাশ পায় যে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবাদী চিন্তার মধ্যেই ক্ষমতা, আধিপত্য ও সংগ্রামের বীজ লুকিয়ে থাকে। যা মানবজাতি ও সমাজ ব্যবস্থায় ভিন্নতা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আহত করে। তাই তিনি পশ্চিমী উগ্র জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই রকম জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতি ও বাণিজ্য ও নিজ স্বার্থ বৃদ্ধি করা। যা হয়ত মানবজাতিকে আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। ক্ষমতায় বলীয়ান করতে পারে। কিন্তু সামাজিক জীব হিসাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষের আত্মপ্রকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে মানুষ লোভ ও ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়। তাই কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ স্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের সম্মিলিত রূপ, যা কখনই মানবিক নয়, আত্মিক নয়, জাতীয়তাবাদ মানবিকতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন এবং মানুষের নৈতিকতা, অনুভূতি ও ঐক্যবোধকে পদদলিত করে।

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, জাতীয়তাবাদ হল, উগ্র দেশপ্রেম। যা বিচ্ছিন্নতার প্রশ্রয় দেয়। তিনি অন্যের কাছ থেকে ধার করা বা অনুকরণ করা আধুনিক এবং যান্ত্রিক সভ্যতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তিনি জাপানের জাতিয়তাবাদ ও পশ্চিমের জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন। বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে পুঁজিবাদের নামে ও সমাজতন্ত্রের নামে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের নেশন

চিন্তাকে অমূলক এবং তাৎপর্যহীন মনে করেন। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্র যে শুধুমাত্র শোষণমূলক ও অমানবিক তা বলা যায় না। তবে বিষয়টি ভীষণভাবে বিতর্কিত। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রে বর্তমান জনকল্যানমূলক কাজ করছে। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রশাসনের ভার শুধুমাত্র আর শাসকের হাতে নেই, তা জনগনের হাতে। জনগনেই এখন শাসক নির্বাচন করে।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ এইসব কিছু দেখে যাননি তাই আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে কবির নেশন -স্টেটের ধারণা অনেকের কাছেই শুধুমাত্র আবেগ, তার বাস্তব মূল্য নেই। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্র যে শুধুমাত্র শোষণমূলক ও অমানবিক তা বলা যায় না। তবে বিষয়টি ভীষণভাবে বিতর্কিত। বিশ্বের বহু রাষ্ট্র বর্তমান জনকল্যানমূলক কাজ করছে। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রে শাসকের ভার শুধুমাত্র আর শাসকের হাতে নেই, তা জনগনের হাতে জনগনই এখন শাসক নির্বাচন করে। আন্তর্জাতিক আইন, প্রযুক্তি, রাজনীতি, বিশ্ব-অর্থনীতি ও সংস্কৃতি দ্বারা সমগ্র পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। তাই এই সময়ে তথাকথিত নেশন ও ন্যাশনালিজমের কোন গুরুত্ব নেই। সেই স্থান দখল করেছে পুঁজিবাদ বা মুক্ত বাজার ব্যবস্থা। তারাই আধুনিক যুগের গণতন্ত্রকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এই গণতন্ত্র যে শুধুমাত্র মঙ্গল করছে বা শুধুমাত্র অমঙ্গল করছে, তা নয়, তাই আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্র অনেক বেশী জটিল, অস্পষ্ট ও সুকৌশলী।

একথা ঠিক যে রবি ঠাকুর বিশ্বায়ন দেখেননি, কিন্তু সেই যুগে দাঁড়িয়ে তিনি যে সবটাই অমূলক ভেবেছিলেন তা নয়, কবি নেশনের পরিবর্তে সমাজকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

× ——————— ×

• বিষয় বস্তু •

"বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাতিয়তা বাদ কতটা প্রাসঙ্গিক" — আমার এই প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য বেশ কিছু বই এর আশ্রয় নিয়েছি যেমন — প্রান গোবিন্দ দাসের "ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন", অনাদি কুমার মহাপাত্রের "ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন" ও কল্যান কুমার সরকারের "ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস" এই গ্রন্থ গুলি পড়ে আমি উপলব্ধি করলাম রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ধারনা গুলির সাথে সমসাময়িক বিশ্বের তার জাতীয়তাবাদের প্রাসঙ্গিকতা কত খানি বর্তমানে চোখে পড়ে। যা নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

o জাতীয়তাবাদের প্রচলিত ধারনা o

সাধারন অর্থে জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝায় জাতির প্রতি ভালোবাসা, নিজ জাতির সম্মান, শ্রদ্ধা দেওয়া। জাতীয়তাবাদ হল একটি আদর্শ যেখানে জাতিকে মানব সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে জাতিগত আদর্শের পরে স্থান দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদ একটি জাতির সংস্কৃতি রক্ষার্থে ভূমিকা পালন করে এবং জাতীয় অর্জনসমূহকে সামনে তুলে ধরে।

জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ন এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। আধুনিক কালে রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই উদ্ভব হয়েছে জাতীয় রাষ্ট্রের। জাতীয়তাবাদ একটি চেতনা, এক ধরনের মানসিকতা এবং অনুভূতি। দেশাত্মবোধ এবং দেশপ্রেম হচ্ছে জাতীয়তাবাদের প্রধান সূত্র। অধ্যাপক হ্যায়েস জে. শ্যাফারের মতে, জাতীয়তাবাদ সাধারণত এক প্রকার মানসিক ঐক্যবোধ

উদ্বুদ্ধ জনসমাজ এবং ঐক্যবোধ ওই জনসমাজকে অন্য মানব-সমাজ থেকে পৃথক করে"। হ্যানস কোহন বলেন, "জাতীয়তাবাদ হল মূলত এক মানসিক অবস্থা, চেতনার এক কার্যক্রম"। অধ্যাপক স্নাইডার বলেন, "জাতীয়তাবাদ হল ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভাবপ্রবণতার ফল। একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসাধারণের মানসিকতা, অনুভূতি ও চেতনার ফল"। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী হায়েস তার Essays on Nationalism গ্রন্থে বলেন জাতীয়তা ও দেশপ্রেম ও দুটি প্রাচীন ভাবের আধুনিক এক আবেগময় অনুভূতিপ্রবণ সংমিশ্রণ ও অতিরঞ্জন।

জাতীয়তাবাদ মূলত একত্রিত হবার এবং একত্রে বসবাস করার মানসিক প্রবণতা। জাতীয়তাবাদ জনগনের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় রাষ্ট্র গঠনই জাতীয়তাবাদের চরম সার্থকতা। জাতীয়তাবাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। একটি সামাজিক অন্যটি রাজনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে একটি জনসমাজ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং রাজনৈতিক দিক থেকে "One Nation One state" এর ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজ সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেমের মতোই একটি ভাবগত ধারনা, একটি মানসিক অনুভূতি। যদি কোন একটি জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা নিজেদের রাজনৈতিক ইতিহাস, অতীতের স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মিল খুঁজে পায় তখন তাদের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি গড়ে ওঠে। ঐক্যের অনুভূতি না থাকা সত্ত্বেও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এক পর্যায়ে নিজেদের মধ্যকার সাদৃশ্য এবং অন্যের সাথে বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে

তারা নিজেদেরকে অন্যান্য মানব গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে থাকে। কোন জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে একাত্ম ও ঐক্যবদ্ধ হবার এবং অন্যদের থেকে নিজেদের ভিন্ন মনে করার ও পৃথক থাকার এই যে অনুভূতি বা প্রচেষ্টা প্রকৃত অর্থে সেটাই হল জাতীয়তাবাদ। তবে একটি জনগোষ্ঠী যদি নিজেদের জন্যে সুনির্দিষ্ট বাসভূমি গড়ে তুলতে না পারে কিংবা সে ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট না হয় তাহলে জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ কোন জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার সাথে জাতীয়তাবাদের ধারনা সম্পর্কযুক্ত। জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মূলত জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণতা লাভ করে।

● জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনা ●

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারনাকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে হলে তার জাতি সংক্রান্ত ধারনাকে আমাদের সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার। কারন জাতি সংক্রান্ত তাঁর ধারনার প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত তাঁর মানসিকতাকে আমরা অনুধাবন করতে পারব।

① **জাতি**:- জাতি বলতে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ঐক্যবদ্ধ আবেগময় ও পরস্পর নির্ভরশীল জনসমষ্টিকে বুঝিয়েছেন, সেই জনসমষ্টিকে তিনি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং বিশ্ব অঙ্গিনায় সমবেত করার চেষ্টা করেছেন এবং তার মাধ্যমে বিশ্বজাতি তথা বিশ্বের মানব জাতির কথাই তিনি উল্লেখ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'জাতি' শব্দটির পরিবর্তে 'নেশন' বা Nation শব্দটিকেই গ্রহন করেছিলেন।

② <u>Nationalism</u> :- জাতি ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের ধারনা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সুবিখ্যাত '<u>Nationalism</u>' গ্রন্থে। উগ্র জাতীয়তাবাদী ও নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী ভয়াবহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সফরে যান। এই সফরকালে এই দুই দেশে ভয়ংকর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তান্ডবের প্রেক্ষাপটে তিনি এই যুদ্ধের জন্য পশ্চিমের উগ্রজাতীয়তাবাদ ও নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে যে সকল বক্তৃতা করেন, সেগুলিকে সংকলিত করেই প্রকাশিত হয় তাঁর '<u>Nationalism</u>' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি জাতি বা Nation এর প্রকৃতিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছে, পশ্চিমী অর্থে জাতি হল এমন একটি জনসমষ্টি, যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ এবং যারা দেশপ্রেমের স্বার্থ বা লক্ষ্যটিকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরন করে থাকে।

③ <u>জাতীয়তাবাদ</u> :- রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে মানুষের মুক্তি; সমতা, স্বাধীনতা এমন ইউরোপীয় সভ্যতার অনেক ধারনা গ্রহন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এজন্য ইউরোপীয় রেনেসাঁ প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সীমা ছিল না। সেই ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জাতীয়তাবাদ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনায় সমগ্র ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছেন এবং আজও করছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী যেমন সত্য, একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদীও, যাকে বলে বিশ্বমানব। তবে তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেননি। কারন, এর ভয়াবহতা তিনি জানতেন।

হিটলার; মুসোলিনি ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী। তাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণতি কী, রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যক্ষ করেছেন

আমরাও সেটা কমবেশী জানি। রবীন্দ্রনাথ এক জাতিসত্তার সঙ্গে আর এক জাতিসত্তার অস্তিত্বের বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছেন, একটি সহজ যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন সর্বব্যাপী সৃষ্টি দিয়ে। তিনি একক নেশন বা জাতির ওপর আস্থা রাখেননি। সমাজে নানা রকম বিভক্তি বিদ্যমান থাকায় নেশন নির্মাণ সম্ভব নয়। — এটাই ছিল তার অনাস্থার মূল কারণ। ন্যাশনালিজমের নাম দিয়েছেন তিনি 'জিওগ্রাফিক্যাল ডেমন'। প্রথম দিকে তার ধারণা ছিল ; 'নেশন একটি মানস পদার্থ'। কিন্তু পরে নেশনকে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে দেখেছেন ; যা জনগণকে 'যান্ত্রিক প্রয়োজনে' সংঘবদ্ধ করে। তিনি নো-নেশন সমাজে জনগণের উদ্ভাবনী শক্তির ওপর জোর দিয়ে বলেছেন ; চীন, জাপান, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি এ ধরনের রাষ্ট্র।

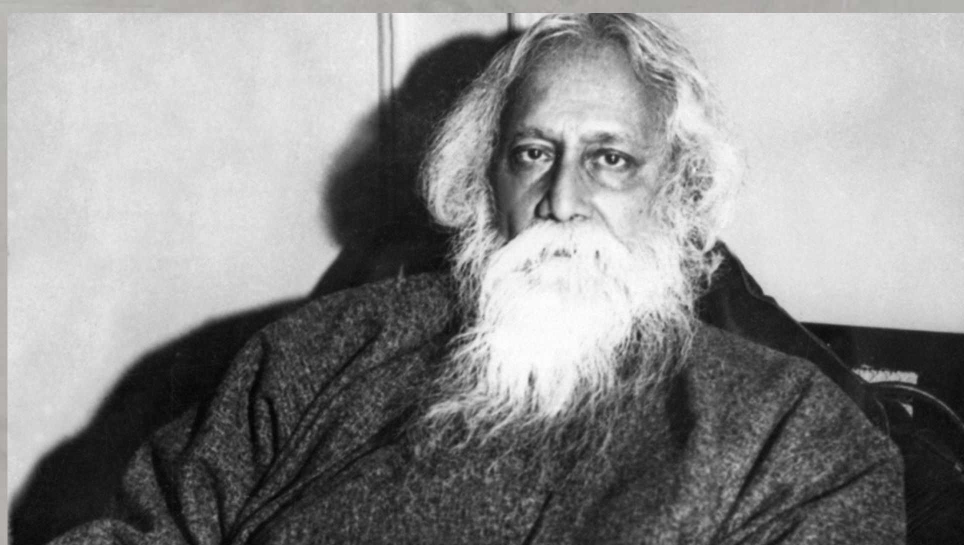

সমাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যৌথভাবে নতুন নির্মাণের স্তুতি করলেও মানব চরিত্রের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার রীতিও তিনি মানতে চাননি। তিনি সেই রাষ্ট্রকে মানেননি ; যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচারী সমাজের